২২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্রলীগের কোন্দল ঃ মধুর ক্যান্টিনে ভাঙচুর

(বিশ্ববিদ্যালয়সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (শা-পা) অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে সংগঠনের একটি গ্রুপ গতকাল শনিবার ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নাসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ওপর দু'দফা হামলা ও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। এ সময় ঐ গ্রুপটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রলীগের ফরিদপুর-মাদারিপুর গ্রুপের জহুরুল হক হল শাখা মিছিলসহ মধুর ক্যান্টিনে যায়। মধুর ক্যান্টিনে ঢুকেই তারা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে টেবিলে বসেছিলেন সেখানে গিয়ে হামলা চালায়। এ সময় তারা এলোপাতাড়ি চেয়ার, টেবিল, কাপ, পেয়ালাসহ মধুর ক্যান্টিনের আসবাবপত্র ভাঙচুর শুরু করে। তারা নেতৃবৃন্দের ওপর আক্রমণের চেষ্টা চালায় এবং তাদেরকে গালাগালি করে। এ সময় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, সহ-সভাপতি মাহবুবুল হক শাকিল, সহ-সভাপতি আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, মনিরুজ্জামান, সুজিত রায় নন্দী, আবদুল মতিনসহ অন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনেকে পালিয়েও আত্মরক্ষা করেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা

কোন্দল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

কোন্দল ঃ ক্যান্টিন ভাঙচুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চালান। এ সময় ঐ গ্রুপের কর্মীরা নেতৃবৃন্দের ওপর দ্বিতীয় দফা চড়াও হয় এবং তারা নেতৃবৃন্দের গায়ে পানি ঢেলে দেয়।

ঘটনার কারণ বর্ণনা করে ছাত্রলীগ ফরিদপুর-মাদারিপুর গ্রুপের বক্তব্য ঃ এই গ্রুপের কর্মীদের ওপর অযথা নির্যাতন চালানো হচ্ছে। পুলিশ অযথা সময়ে-অসময়ে হল তল্লাশি করে তাদের গ্রুপের কর্মীদের হয়রানি করছে। অথচ প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মীরা যে হলে থাকে সে হলগুলোতে কোন তল্লাশি হচ্ছে না, কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। তাদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কতিপয় নেতার একপেশে অচরণের কারণে তাদের ওপর এ হয়রানি করা হচ্ছে এবং ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ ছাত্রলীগের (শা-পা) 'ফরিদপুর-মাদারিপুর' গ্রুপ ও 'বহুজাতিক' গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে চরম কোন্দল চলছে।

ছাত্রলীগের ফরিদপুর-মাদারিপুর গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, এস এম হল, মুহসীন হল, এফ রহমান হল নিয়ন্ত্রণ করছে। 'বহুজাতিক গ্রুপ' নিয়ন্ত্রণ করছে শহিদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হল। এছাড়া জগন্নাথ হলে উভয় গ্রুপেরই সহ-অবস্থান রয়েছে।

ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপের বর্তমান কোন্দল সম্পর্কে ফরিদপুর-মাদারিপুর গ্রুপের এক নেতা জানান, ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে গ্রুপিংয়ের মূল কারণ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রুপিং। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ নেতা জানান, ঐ পর্যায়ের কিছু নেতা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদেরকে পরিকল্পিতভাবে আলাদা করে রাখছে।

বহুজাতিক গ্রুপের এক প্রভাবশালী নেতা জানান, ছাত্রলীগের কতিপয় কেন্দ্রীয় নেতা তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন। তাদেরকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করার জন্য নেতৃবৃন্দ পুলিশের কান ভারি করছেন।

গতকাল মধুর ক্যান্টিনে ভাঙচুরের ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠন নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি আসলাম খান ও সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে এ ঘটনাকে একটি সন্ত্রাসী ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিদিন সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের হিসেব দিচ্ছেন, অথচ সরকারি সংগঠনেরই দু'গ্রুপের নিজেদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে।